নির্বাচনী সহিংসতা রুখতে প্রশাসনিক নজরদারি বাড়াতে হবে

২য় ধাপে মেহেরপুরের ৯টি ইউনিয়নে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো গেল ১১ নভেম্বর। নির্বাচনের আগে ও পরে কয়েকটি ইউনিয়নে সহিংসতার ঘটনা ঘটে। সহিংসতায় গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের লক্ষিনারায়ণপুর ধলা গ্রামে ২জনের প্রাণহানিসহ আহত হয়েছে অন্তত ২০ জন।

এসকল সহিংসতায় ব্যবহার করা হয়েছে দেশীয় অস্ত্র। তার মধ্যে রয়েছে হাসুয়া, লাঠি, বল্লম, রামদা, মাথাল, গিয়ার,টেটাসহ কয়েক প্রকারের অস্ত্র।

মেহেরপুরে নির্বাচনের দিন পুলিশ প্রশাসনের যে তৎপরতা লক্ষ্যে করা গেছে একই তৎপরতা তফসিল ঘোষনার পর থেকে শুরু হলে সহিংসতা এড়ানো যেত। নির্বাচন পূর্ব সময়ে বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র উদ্ধারে পুলিশের অভিযানও দেখা যায়নি। তবে নির্বাচন পূববর্তী সময়ে র্যাবের অভিযানে দুজন আটক হয়েছে দুটি অস্ত্র সহ।

গত ৩ নভেম্বর কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়িয়াতে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর নির্বাচনী কর্মীসভায় গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। ওই মঞ্চে প্রধান অতিথির সফরসঙ্গী হয়ে শর্টগান নিয়ে মঞ্চে প্রদর্শণ করেন হাবিবুর রহমান নামের এক ব্যক্তি। বিষয়টি নিয়ে তোলপাড় শুরু হলে পরদিন গাংনী থানা অস্ত্রটি জমা নেয়।

৮ নভেম্বর কাথুলী ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড লক্ষিনারায়ণপুর ধলা গ্রামে ইউপি সদস্য প্রার্থী আজমাইন হোসেন ভোট চাইতে গেলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী আতিয়ার রহমানের কর্মী তার উপর হামলা চালায়। এসময় সে গুরতর আহত হয়। তার চিৎকারে মামাত দুই ভাই জাহাদুল ইসলাম ও সাহাদুল ইসলাম বাঁচাতে গেলে তাদেরকে দেশী অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হত্যা করা হয়। পরে পুলিশ ও র্যাবের পৃথক দুটি টিম আতিয়ারের ভাইয়ের বাড়ি থেকে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহার করা কয়েক প্রকার দেশী অস্ত্র উদ্ধার করে। এ দুটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইউপি নির্বাচনে সহিংসতার আশঙ্কা তৈরি হয়।

নির্বাচনের দিন দুটি সেন্টারে প্রার্থীদের কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিলে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ফাঁকা গুলি

ছুড়েছে। এছাড়া তেমন কোন ঘটনা ঘটেনি।

অস্ত্র উদ্ধারে যেমন পুলিশের তেমন কোন তৎপরতা দেখা যায়নি। অপরদিকে জেলা প্রশাসনও বৈধ অস্ত্র জমা দেওয়ার ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের অফিসার ইনচার্জ জুলফিকার আলী বলেন, নির্বাচনী পূর্ববর্তী এক মাস আগে জেলা পুলিশের কোন অস্ত্র উদ্ধার নেই। পুলিশ সুপারের নির্দেশ ছিলো নির্বাচনি সহিংসতা এড়াতে সকল ধরণের অভিযান পরিচালনা করতে এবং বিশেষভাবে নজরদারি করতে।

সুজনের (সুশাসনের জন্য নাগরিক) মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ জাকির হোসেন বলেছেন, নিবাচনে সহিংসতা মোটেও কাম্য নয়। কাথুলীতে সহিংসতার কারণে যে দুটি প্রাণহাণি হয়েছে অত্যন্ত দু:খজনক। এ ব্যাপারে প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আরো সচেতন হওয়া প্রয়োজন ছিল। অস্ত্র প্রদর্শণের কথা শুনেছি সেখানেও আরো একটু নজরদারির দরকার ছিল।
মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম বলেছেন, নির্বাচন পূর্ববর্তী এক মাসের মেহেরপুরে কোন অস্ত্র উদ্ধার নেই এটা ঠিক। তবে পুলিশ বিভাগের তৎপরতা অব্যাহত ছিলো নির্বাচন কেন্দ্রিক সহিংসতা যাতে না হয়। কাথুলীর সহিংসতা দীর্ঘদিনের একটি দ্বন্দ্বের জেরে ঘটেছে। নির্বাচনের প্রচারণাকে বিরোধী পক্ষ সুযোগ নিয়ে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটিয়েছে। এরপর আমরা অনেকগুলো দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করেছি।

তিনি আরো বলেছেন, কাথুলীর গাড়াবাড়িয়াতে যে ব্যক্তি অস্ত্র প্রদর্শণ করেছিলেন আমরা জানার পর সেটি থানা হেফাজতে নিয়েছে। তার লাইসেন্সের কাগজপত্র যাচাই বাছাই করা হচ্ছে। তবে এ ধাপের নির্বাচন সহিংসতার বিষয়টি নিয়ে সামনে নিয়ে ২৮ নভেম্বরের নির্বাচন পূর্ববর্তী সময়ে পুলিশে আরো সজাগ হবে।

সহিংসতা, প্রাণহানির মধ্যে আতঙ্ক ছাপিয়ে দু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়াই মেহেরপুরের ৯টি ইউপিতে নির্বাচন সুষ্ঠ হয়েছে। এমন নির্বাচন করতে সহায়তা করায় প্রশাসনকে সাধুবাদও জানিয়েছেন ভোটাররা। আমরা প্রত্যাশা করবো আগামি সকল নির্বাচন সুষ্ঠ হোক, সহিংস মুক্ত হোক। গণতন্ত্রের এ ধারা অব্যাহত থাকুক।

গাংনীতে দুই ভাই খুনের ঘটনায় আতিয়ার রহমানসহ ৬৬ জনকে আসামি করে মামলা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের লক্ষিনারায়ণপুর ধলা গ্রামের জোড়া খুনের ঘটনায় সদস্য প্রার্থী ও উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমানকে কে প্রধান করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলায় ৬৬ জনকে আসামি করা হয়েছে।

নিহতের ভাই বেল্টু মিয়া বাদী হয়ে মঙ্গলবার দিবাগত রাতে দেড়টার দিকে মামলাটি দায়ের করেন।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বজলুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, আসামীদের গ্রেফতারে জোর প্রচেষ্টা চলছে। গ্রেফতার এড়াতে প্রধান আসামী আতিয়ার রহমানসহ সবাই গা ঢাকা দিয়েছেন।

গত ৮ নভেম্বর রোববার সকালের দিকে কাথুলি ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডের মেম্বর প্রার্থী আজমাইন হোসেন টুটুল পশ্চিমপাড়া এলাকায় ভোট চাইতে যান। ফিরে আসার সময় প্রতিপক্ষ মেম্বর প্রার্থী আতিয়ার রহমানসহ তার ভাই মহব্বত আলীর নেতৃত্বে আরও কয়েকজন তাকে ধরে নিয়ে মাঠের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। এসময় তারা আজমাইন হোসেন টুটুলকে কুপিয়ে মারাত্বক আহত করেন।

খবর পেয়ে টুটুলের মামাত ভাই সাহাদুল ইসলাম ও জাহারুল ইসলাম তাকে বাঁচাতে ছুটে যায়। সেখানেই জাহারুল ইসলাম ও সাহাদুল ইসলামকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত করে। তাদের উদ্ধার করতে গেলে আরো ১৫/২০ জনকে তারা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত করে।

আতিয়ার রহমানের নেতৃত্বে নিহতদের অপর ভাই এনামুল ইসলাম নইলুকে ২০১৭ সালের ১৭ জুলাই মাইলমারী গ্রামের রাস্তার উপর রামদা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। এছাড়া ২০০৯ সালে অপর ভাই সেন্টু হোসেনকে শালিস বৈঠক চলাকালে কুপিয়ে হত্যা করে। মেম্বর প্রার্থী হলে আজমাইন হোসেন টুটুলকে ও হত্যা করার আগাম হুমকী দিয়েছিলে আতিয়ার

রহমান।

উল্লেখ্য, দ্বিতীয় ধাপে আগামীকাল বৃস্পতিবার গাংনী উপজেলার ৫ টি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কাথুলি ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ড লক্ষিনারায়নপুর ধলা গ্রামে বর্তমান সদস্য আজমাইন হোসেন টুটুল ও সাবেক সদস্য আতিয়ার রহমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তফসিল ঘোষনার পর থেকেই গ্রামের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছিল। আতিয়ার রহমান প্রতিপক্ষ টুটুলকে হত্যা করারও ঘোষণা দিয়ে আসছিলেন বলে অভিযোগ করেছেন টুটুলের পক্ষের লোকজন। সাহাদুল ও জাহারুল জোড়া খুনের ঘটনার মধ্যে দিয়ে সমাপ্ত হলো সে হুমকী।